যায়যায়দিন

তারিখ ... 23-FEB-২০০৭
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭

# শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির নামে ১২১ কোটি টাকার দুর্নীতির সন্ধান

যাযাদি রিপোর্ট

বিগত বিএনপি ও আওয়ামী লীগ- দুই সরকারের আমলেই দেশের উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি কলেজের এমপিওভুক্তির নামে প্রায় ১২১ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই এরকম ৪১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় দুই হাজার শিক্ষক নিয়োগের অনিয়ম হয়েছে, যা দুদকের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে। বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাসের নামে প্রতিষ্ঠিত মহিলা ডিগ্রি কলেজ এমপিওভুক্ত হয় ১৯৯৪ সালে। পরে এ প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি ও অনার্স চালু হলে এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ানো হয়। একইভাবে রাজধানীর মিরপুরের পল্লবীর বঙ্গবন্ধু কলেজও রাজনৈতিক আনুকূল্যে এমপিওভুক্ত হয় ১৯৯৮ সালে। এ কলেজটি ১৯৯৬ সালে স্বীকৃতি পায় এবং ১৯৯৮ সালে চালু করা হয়। সেসময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদার। রাজনৈতিক আনুকূল্যে এভাবে শুধু এ দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নয়, দেশের ৪১০টি বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি-কলেজের ১ হাজার ৮৪৭ জন শিক্ষক ও কর্মচারী অবৈধভাবে এমপিওভুক্ত হয়েছেন বলে দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে ১৯৯৫ সালের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা পরিপত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া কোনো রকম এমপিও না করানোর সিদ্ধান্তকে

পৃ ৪ >> ক ১

## শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পাশ কাটানো হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন। এ বিষয়ে দুদক মহাপরিচালক হানিফ ইকবাল বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না নিয়ে সাত বছরের একটি সময় দাঁড় করানো হয়েছে যে সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীর এমপিওভুক্তি অবৈধভাবে দিয়েছে এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে বছরপ্রতি ১৭.২৮ কোটি টাকা সরকারি অর্থ অপব্যয় হয়েছে। এর মধ্যে সাত বছরে সরকারের ১২০.৯৬ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

কমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, শিক্ষা অধিদপ্তরের চারজন উপপরিচালক এ অবৈধ এমপিওর সঙ্গে জড়িত।